আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০২১

করোনায় বাল্যবিয়ের আশংকাজনক হার বৃদ্ধি

প্রয়োজন কঠোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

- ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে।
- ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে।
- জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়।
- ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

-২০২০: কোভিডকালীন নারীর প্রতি সহিংসতা: আমাদের করণীয়

-২০১৯: শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই।

-২০১৮: পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর।

-২০১৭: সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

- ২০১৬: কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গিকার।

- ২০১৫: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও।

- ২০১৪: নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ এর নিচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্য বিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ করতে হবে।

- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী।

- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।

- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার।

- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন।

- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।

- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

- বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে।

- জাতীয় উদযাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হয়।

- ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রমাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়।

এবারের প্রতিপাদ্য

- আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **‘করোনায় বাল্যবিয়ের আশংকাজনক হার বৃদ্ধি: প্রয়োজন কঠোর সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ** দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

প্রেক্ষাপটঃ করোনায় বাল্যবিয়ে কতটা ও কেন বেড়েছে?

- বাল্যবিবাহে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। ইউনিসেফ এর মতে, সারাদেশে ৪০ লাখের বেশি বালিকাবধু।

- বিবিএস এবং ইউনিসেফ সর্বশেষ জরিপ (মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১৯-এমআইসিএস) বলছে, দেশে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার ১৫.৫%। সরকারের কর্ম-পরিকল্পনায় ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ের হার ৩০% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। ওই জরিপ অনুযায়ী, এ হার ৫১.৪%। বাল্যবিয়ে নিরোধে নেওয়া জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনায় সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে শূন্যের কোঠায় নামানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছিল। কিন্তু ২০২০-২১ সালে এই হার কতটুকু কমেছে বা বেড়েছে, তার হিসাব পাওয়া যায়নি।

প্রেক্ষাপটঃ করোনায় বাল্যবিয়ে কতটা ও কেন বেড়েছে?

- সম্প্রতি কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার অঞ্চলে একটি গবেষণা চালায়। সেখানে দেখা গেছে, কক্সবাজারে বিয়ের গড় হার ৫৩% যেখানে সারাদেশে এই হার ৫১.৪%। এই জেলার বিভিন্ন উপজেলা যেমন– চকরিয়ায় এই হার ৩২%, কক্সবাজার ৫১%, ঈদগাঁ ৮২%, কুতুবদিয়া ৫৪%, মহেশখালি ৬১%, পেকুয়া ২৬%, রামু ৭২%, টেকনাফ ৬৬% এবং উখিয়ায় ৭৫%। বিয়ের কারণ হিসেবে জানা গেছে, স্কুল বন্ধ থাকার কারণে ৪৭% বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ের প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার আশংকায় ২৮%, অর্থনৈতিক কারণে ২৬%, ভালো পাত্র পাওয়ার কারণে ২৮%, করোনায় পরিবারের আয় কমে যাওয়ার কারণে ২২%, নিরাপত্তাহীনতার কারণে ১২% এবং প্রথাগত কারণে ৮% বাল্যবিয়ে সম্পন্ন হয়েছে চলতি বছর।

কেন বেড়েছে?

- কোভিড নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও আইন শৃংখলা বাহিনীর ব্যস্ত থাকা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি থাকা
- প্রবাসি শ্রমিকদের মহামারীর কারণে দেশে ফেরা (এরা ভালো পাত্র হিসেবে সমাজে সমাদৃত)
- মানুষের চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ ও কম থাকা
- পরিবারের আয় কমে যাওয়া
- সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ ঠিকমতো কাজ করতে না পারা
- হটলাইন নাম্বারে কল আসা সত্ত্বেও সাথে সাথে পদক্ষেপ না নেয়া
- কিশোর-কিশোরীদের ক্লাবগুলো সচল না থাকা
- করোনা মোকাবেলায় মনোযোগ দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য বাল্যবিয়ে কমাতে নজর না দেয়া/পরিকল্পনা না থাকা
- এছাড়া আগের অন্যান্য কারণগুলোও ছিল আগের মতো। ভুয়া জন্মনিবন্ধন, স্থান ত্যাগ, কাজীর মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে বিয়ে পড়ানো ইত্যাদি

করণীয়:

- প্রশাসন ও আইন শৃংখলা বাহিনীর নজরদারি বাড়ানো ও সচেষ্ট হওয়া; আইনের যথাযথ প্রয়োগ
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও মাঠপর্যায়ে নজরদারি বাড়ানো
- ড্রপআউট কমানোর জন্য শিক্ষকদের ছাত্রীদের প্রতি খেয়াল রাখা, কেউ বাল্যবিয়ের ঝুঁকিতে আছে কিনা তা জানা
- উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক বাল্য বিবাহ নির্মূল কমিটিগুলোকে সচল রাখা
- ক্লাবগুলোকে পুনরায় সচল রাখা
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও উপবৃত্তির আওতা ও পরিধি বাড়ানো
- বিভিন্ন কারিগরি ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
- ওয়ার্ড ও ইউনিয়নভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর ডাটাবেইস তৈরি
- কন্যাসন্তানের জন্য পরিবারগুলোর শিক্ষাবাজেট বাড়ানো
- ছেলেমেয়ে উভয়েই সমান এটা সমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা
- মেয়েশিশুর চলাফেরার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- সমাজে কন্যাশিশুর প্রতি সহিংস আচরণ বন্ধে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
- ভুয়া বিয়ে ও ভুয়া জন্ম নিবন্ধন বন্ধে, শরীয়া মোতাবেল বিয়ে আইন সঙ্গত নয় এমন ধারণা প্রচার।

ধন্যবাদ

আসুন নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই, সমাজ বদলে যাবে